মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫৯০

পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক (كتاب الطب والرقى)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - শুভ ও অশুভ লক্ষণ

আরবী

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا أَبْيَنُ وَهِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَدِيدٌ. فَقَالَ: «دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ من القَرَف التّلف» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

বাংলা

৪৫৯০-[১৫] ইয়াহ্ইয়া ইবনু ’আবদুল্লাহ ইবনু বাহীর (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি ফারওয়াহ্ ইবনু মুসায়ক-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কাছে আব্ইয়ান নামে একটা জমিন আছে, যেখানে আমরা (ব্যবসায়িক প্রয়োজনে) কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যপণ্য ইত্যাদি আমদানি-রফতানি করে থাকি, তবে সেখানে অসুখন্ডবিসুখ খুব একটা লেগেই থাকে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কেননা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করার শামিল। (আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] সানাদ য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৯২৩, বায়হাক্বী’র কুবরা ২০০৬৬, শু‘আবুল ঈমান ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭৪২, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক ২০১৬২।

হাদীসটি য‘ঈফ হওয়ার কারণ, এর সনদে ‘‘ফারওয়া’’ থেকে এক ব্যক্তি শুনেছেন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি শুনেছেন তার পরিচয় জানা যায় না। দেখুন- য‘ঈফাহ্ ১৭২০।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ (أَبْيَنُ) এটি ‘হামযা’ বর্ণে যবর ও ‘বা’ বর্ণে সাকিন যোগে البيان মাসদার থেকে اسْمُ تَفْضِيلٍ-এর সিগাহ। এটি মূলত একজন ব্যক্তির নাম ছিল। যার দিকে عدن (‘আদ্ন)-কে সংযুক্ত করা হয়। বলা হয়, ‘আদ্নু আব্ইয়ান।

“নিহায়াহ্” গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটি أحمد_এর ওজনে ইয়ামানের দিকে সমুদ্রের পাশের একটি গ্রাম। এও বলা হয় যে, ‘আদ্ন-এর একটি শহরে নাম।

(هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا) ইবনুল ‘আসীর বলেনঃ এটা প্রত্যেক এমন জমিকে বলা হয়, যাতে চাষাবাদ ও খেজুর গাছ থাকে।

(مِيرَتِنَا) অর্থাৎ এক শহর থেকে অন্য শহরে আমাদের খাবার আমদানী-রফতানী করার জায়গা। (وَإِنَّ وَبَاءَهَا) অর্থাৎ যেখানে রোগ- ব্যাধি অধিক হয়।

(دَعْهَا عَنْكَ) অর্থাৎ তুমি সেখানে প্রবেশ করা বন্ধ করে দাও। কারণ এ জায়গা যে দেশে মহামারি হয়েছে সেখানকার মতো।

(فَإِنَّ من القَرَف التّلف) এর অর্থ হলো সেখানে রোগ-ব্যাধি বেশি থাকে তথা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনের ক্ষতি হয়। অতএব যে জায়গায় রোগ-ব্যাধি বেশি থাকে সেখানে গমন করা উচিত নয়।

ইমাম খত্ত্বাবী ও ইবনুল ‘আসীর (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেনঃ এটি কুলক্ষণ ও সংক্রামক হিসেবে বলা হয়নি, বরং এটি বলা হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ সুস্থ শরীরের জন্য সুন্দর আবহাওয়া প্রয়োজন। আর অসুন্দর বা দূষিত আবহাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে। এটি হলো ডাক্তারদের পরামর্শ। আর এ সকল বিষয়ই মহান আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া অন্য কারো কোন (উপকার বা ক্ষতি করার) শক্তি নেই। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খন্ড, হাঃ ৩৯১৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু বাহীর (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75314

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন